স্বাগতম

শিক্ষক পরিচিতি

- তাসলিমা আক্তার, চিপ ইনস্ট্রাকটর।
- হুমায়ুন কবীর-ইনস্ট্রাকটর।
- জান্নাতুন নারগিসডেইজী -ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক) বাংলা।
- আব্দুল মান্নান, জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক)।

পাঠ পরিচিতি

- বিষয়- বাংলা
- কোড---২৫৭১১,
- কবিতা--বঙ্গভাষা,
- কবি -মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

পূর্ব জ্ঞান যাচাই

- পূর্ব জ্ঞান যাচাই –
- কবিতা কি?
- ছন্দ কি? ছন্দ কত প্রকার ও কি কি?
- সনেট বলতে কি বুঝায়?

শিখনফল

- বঙ্গভাষা কবিতাটি পড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত হবে। সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা এবংঅমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

ভুমিকা

- কবি পরিচিতি
- নাম: মাইকেল মধুসূদন দত্ত,
- জন্ম পরিচয়- জন্ম তারিখ -২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ, জন্মস্থান -যশোহর জেলার কেশবপুর থানাধীন সাগরদাঁড়ি গ্রাম। পিতার নাম- মুন্সি রাজনারায়ন দত্ত, মাতার নাম- জাহ্নবী দেবী।
- শিক্ষাজীবন --কলকাতার স্কুল, হিন্দু কলেজ এবং পরবর্তীতে বিশপ কলেজে ভর্তি হন। তিনি ব্যারিস্টারে পড়ার জন্য বিলেতে গিয়েছিলেন।
- কর্মজীবন --শিক্ষকতা অফিস সহকারি ও আইন ব্যবসা।
- কাব্য ---তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, বজ্রাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতা বলি, তাছাড়া The Captive lady ও Visions of the past তাঁর দুটি ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ।

- সাহিত্যকর্র্ম
- নাটক :শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, মায়াকানন।
- প্রহসন :একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।
- ইংরেজি নাটক ও নাট্যানুবাদ :রিজিয়া, রত্নাবলী, শর্মিষ্ঠা, নীলদর্পণ।
- গদ্য অনুবাদ :হেক্টর বধ।
- মৃত্যু তারিখ :২৯ জুন ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ।

বঙ্গভাষা

বঙ্গভাষা

- মাইকেল মধুসূদন দত্ত

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;-
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;-
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে-
``ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!''
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে॥

- কবিতা সম্বন্ধেঃমধুসূদন দত্ত রচিত 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি 'চতুর্দশপদী-কবিতাবলী' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে অবস্থানকালে ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সনেট রচনায় ব্রতী হন, এই রচনাসমূহ 'চতুর্দশপদী-কবিতাবলী' গ্রন্থে সংকলিত হয়ে ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তবে আলোচ্য কবিতাটি প্রথমে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টম্বর-অক্টোবর মাসে কবিমাতৃভাষা' নামে লিখিত হয়েছিল, এটি পুণর্লিখিত হয়ে বঙ্গভাষা' নামে উক্ত গ্রন্থভুক্ত হয়।

বঙ্গভাষা' কবিতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

- হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন; তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি, পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
- সরল অর্থ: হে বঙ্গভূমি, তোমার ভাণ্ডারে নানা রূপ রত্ন আছে, সে সবকে (আমি অবোধ) অবহেলা করে পরধনের লোভে মত্ত হয়ে কী কুক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করে পরদেশে ভ্রমণ করলাম।
- ব্যাখ্যা: কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি ভাষার কবি হতে চেয়েছিলেন। কবি নিজেকে অবোধ বলেছেন, কারণ বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে কত অমূল্য রত্ন আছে, কত সুন্দর এই ভাষা, তবু কবি একে অবহেলা করে পরের ধনে লুব্ধ হয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন। পরের ধন লাভের এই চেষ্টাকে কবি ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন।]

বঙ্গভাষা' কবিতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

- কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায় মনঃমজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল কানন![সরল
- অর্থ: বহুদিন সুখ ত্যাগ করে কাটালাম। অনিদ্রা ও অনাহারে দেহ-মন সঁপে দিে েয়, অবরেণ্যকে বরণ করে বিফল তপস্যায় মগ্ন হলাম। পদ্মবনকে ভুলে শৈবালে কেলি করলাম।
- ব্যাখ্যা: ইংরেজি ভাষার কবি হবার চেষ্টায় কবি অনেক দিন অনেক কষ্ট সহ্য করে কঠোর সাধনা করেন। এই প্রচেষ্টাকে কবি বলেছেন অবরেণ্যকে বরণ করার সমান অথবা পদ্মফুলে ভরা জলাশয়কে ত্যাগ করে শেওলার মধ্যে খেলা করার সমান।]

বঙ্গভাষা' কবিতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

- সরল অর্থ: পরে স্বপ্নে তোমার কুললক্ষ্মী বলে দিলেন, "ওরে বাছা, মায়ের কোষাগারে কত রত্ন আছে, তবু তোর এই ভিখারি দশা কেন? ওরে অজ্ঞান, যা, তুই ঘরে ফিরে যা।" এই আদেশ আমি আনন্দের সঙ্গে পালন করলাম। কালক্রমে নানা মণিতে পূর্ণ মাতৃভাষা-রূপ খনির সন্ধান পেলাম।ব্যাখ্যা: বঙ্গকুললক্ষ্মীর স্বপ্নাদেশে কবিকে বললেন, তাঁর মায়ের ভাণ্ডারে যখন এত সম্পদ আছে, তখন কবি কেন ভিখারির মতো পরের ভাষার দুয়ারে ঘুরছেন? তিনি যেন ঘরে ফিরে আসেন। এই আদেশ কবি আনন্দের সঙ্গে পালন করলেন ও মাতৃভাষার কাছে ফিরে এলেন এবং মণিজালে পূর্ণ মাতৃভাষারূপ খনিকে আবিষ্কার করলেন

সারমর্ম

- বাংলা ভাষার সাহিত্য ভান্ডার বিচিত্র সম্পদে পরিপূর্ণ, কিন্তু কবি সে সব বৈভবকেই অবহেলা করে নির্বোধের মত পরের সম্পদ আহরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন অর্থাৎ প্রাশ্চাত্য সাহিত্য চর্চার জগতে পরি ভ্রমণের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহন করেছিলেন। এই ছিল কবির জীবনের এক অনভিপ্রেত সময়, বিফল সাধনায় মগ্ন থাকার মরিচিকা মাত্র।কারন পর ভাষায় বড় কবি হওয়ার প্রয়াস ব্যর্থতাই বয়ে আনে।পদ্ম বনের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র পরি ত্যাগ করে শেওলা নিয়ে ক্রিয়ামত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু মাতৃভাষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বপ্নাদেশে কবির চেতনা জাগ্রত করেন, অর্থাৎ কাব্য চর্চার প্রেরণা অনুভব করে তিনি বাংলা ভাষায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই ভাষা কবির মাতৃভাষা - অজশ্র মনিমানিক্যে পরিপূর্ণ, অতএব পরভাষা আহরণে ভিক্ষা প্রার্থনার কোন যুক্তি নেই।কাব্যলক্ষীর আহবানে কবি সুখানুভবে ও আত্মমর্যাদায় ঋদ্ব হয়ে মাতৃভাষায় খুঁজে পান অনন্ত রত্নসম্পদের আকর এবং বাংলাসাহিত্যকে নিজ প্রতিভার স্পর্শে সমৃদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা ও বিষয়বস্তু

- বঙ্গভাষা' কবিতায় বিধৃত হয়েছে এই আত্মস্বাক্ষরিত ও সচেতন অন্তলাকের উদ্ভাস। বাংলাভাষার ঐশ্বর্যের প্রতি প্রিয় সম্ভাষণ ও শ্রদ্ধাবোধে কবিতাটি অনন্য। এখানে আরো উন্মোচিত হয়েছে ভিন্নভাষা ও সংস্কৃতিতে লিপ্ত থাকার ভ্রান্তি থেকে মুক্তির আনন্দ। কবিচিত্তে জেগেছে মাতৃভাষা-প্রীতি ও সচেতনতা, নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি অন্তর্নিহিত আবেগ এবং সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে গভীর আত্মবিশ্বাস। একে বলা যায় অন্ধকার চিত্তগুহায় সূর্যালোকের স্পর্শলাভ এবং মাতৃভাষায় ঐতিহ্যরূপ বিশাল রত্নখনির আবিষ্কার। কবির এই আবিষ্কার ও প্রত্যাবর্তনই পরবর্তীকালে তাকে অভিষিক্ত করেছে বাংলা সাহিত্যের বরপুত্র হিসেবে।

ব্যাখ্যা ও বিষয়বস্তু

- বঙ্গভাষা' কবিতাটি মধুসূদনের কবিসত্তার বন্ধনমোচন ও বিকাশের সংহত শিল্পভাষ্য। এতে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে বাংলা ভাষা বিষয়ক অনুভূতির চিরায়ত প্রকাশ, পরবর্তীকালের আরও অনেক ভাষা বিষয়ক কবিতার মমতাঘন ও সংকল্প-শুদ্ধ রূপের পূর্বাভাস। আমাদের ২১ ফেব্রুয়ারির রক্তাপ্লুত সংগ্রাম ও আবেগ-আর্তির যে মহত্তম ইতিহাস রয়েছে, কবিতাটি যেন তারই বীজাম্বুর।

মূল্যায়ন

- সনেট কি?
- সনেটের বৈশিষ্ট্য গুলো কি কি?
- বঙ্গভাষা কবিতা টা কি সনেট?
- সনেটের জনক কে?
- বঙ্গভাষা কি জাতীয় কবিতা?

একক কাজ

- এই কবিতাটি একক কাজের মাধ্যমে পড়ানো হলো।

বাড়ির কাজ

- সোনার তরী কবিতা সম্পর্কে জেনে আসবে।

সবাইকে ধন্যবাদ